বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১২-২০১৩

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

publication-IRD

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মুখবন্ধ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন কৌশল বিবেচনায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী একটি দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে টেকসই উন্নয়নে কাঙ্খিত অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক কূটনীতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের স্বাবলম্বীতা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সরকারের Allocation of Business অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তার নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে সিংহভাগ রাজস্ব আহরণ করে থাকে। সে লক্ষ্যে একটি আধুনিক রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর সচেতনতা ও নতুন করদাতা বৃদ্ধির (Tax Net Expansion) লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

সরকারের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ, উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও সর্ব-সাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারী রাজস্ব আয়বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের মধ্যেও উত্তরোত্তর প্রসারিত জাতীয় রাজস্ব বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে তার ধারাবাহিকতায় আগামী দিনের বর্ধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে বলে আমরা সকলে আশাবাদী। বিগত বছরগুলোতেও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব/কর আদায়ের হার ক্রমবর্ধনশীল ছিল যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সামর্থ্য ও প্রয়াসের ইঙ্গিত বহণ করে। এরূপ উদ্যমী প্রয়াস নিঃসন্দেহে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে স্বীকৃতির দাবী রাখতে পারে।

এছাড়া বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির ফলে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। অধিকন্তু সঞ্চয়পত্র দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বিচারাধীন কর, মূসক (ভ্যাট)ও শুল্ক সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করে জাতীয় রাজস্ব আহরণে পরোক্ষভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে বর্তমান সরকারের সাফল্য ঈর্ষণীয় । এর ফলে সীমিত সম্পদের দেশ হলেও বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে এক অমিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী অভিজাত সংঘ (7 Percent Club) এর সম্ভাবনাময় সদস্য হিসেবে ইতপূর্বে বাংলাদেশের নাম উঠে এসেছে। Global Growth Generators (3G) ভূক্ত ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ স্থান পেয়েছে।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় দেশের তালিকায় চীন, ভারত এর সাথে বাংলাদেশের নামও উচ্চারিত হচ্ছে। একটি সুখি, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় আগামীর পথ রচনার যে রূপরেখা দিয়েছেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সে প্রত্যয়ে কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছে।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ও জনগণের কল্যাণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আহরণের যে প্রয়াস চালাচ্ছে তাতে রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ-আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত আছে এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে আইন ও বিধানের আওতায় সার্বিক সহায়তা করছে।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব Henry Ford এর একটি উক্তি রাজস্ব ব্যবস্হপনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে-

> "Coming together is a beginning ;
> keeping together is progress;
> working together is success"

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণের খতিয়ান হিসেবে একটি তথ্য-চিত্র জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/ সংস্হাসমূহের ২০১২-১৩ কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১৩" তৈরী করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে সরকারের রাজস্ব ব্যবস্হাপনা এবং রাজস্ব বাজেটের সিংহভাগ রাজস্ব আহরণকারী সংস্হা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্হাপনাধীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া কর বহির্ভূত রাজস্ব (NON-TAX REVENUE) সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কার্যক্রম এ প্রতিবেদনটিতে স্হান পেয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্হাপনা কাঠামোর আওতায় সরকারী রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এ ধরণের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা আবশ্যক এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য। প্রতিবেদনটি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া এটি গবেষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও রাজস্বনীতি বিশ্লেষকদের কাছেও সমাদৃত হবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

মোঃ নজিবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

০১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ পরিচিতি
(ক) ভিশন
(খ) মিশন
(গ) কার্যাবলী
০২। সাংগঠনিক কাঠামো
০৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি
০৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম
(১) সরকারের মোট রাজস্ব ও জিডিপি পরিস্থিতি
(২) সরকারের মোট রাজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব পরিস্থিতি
(৩) ২০১২-১৩ অর্থ বছরের রাজস্ব আহরণে মৌলনীতি
(৪) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের জন্য গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রম
(৫) ২০১২-১৩ অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় পরিস্থিতি
৫। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর
(১) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্হায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ
৬। পরোক্ষ কর (শুল্ক ও মূসক) ব্যবস্হায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ
(১) কাস্টমস্ ব্যবস্হাপনা
(২) মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্হাপনা
০৭। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল
০৮। কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল
০৯। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যাবলী
১০। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে স্ট্যাম্প শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

০১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ পরিচিতি ঃ

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণ, দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আয় বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশির দশকের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণে সদা তৎপর এবং একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ করে থাকে।

ভিশন

বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মিশন

- ক্রমবর্ধমান বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বর্ধিতহারে আহরণ নিশ্চিতকরণ
- কাঙ্খিত রাজস্ব আহরণ ও সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্হাপনার প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিশ্ব কর ব্যবস্হাপনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর ব্যবস্হাপনা যৌক্তিকীকরণ ও উদারীকরণের মাধ্যমে কর-নেট (Tax Net) কাঠামো সম্প্রসারণ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলী ঃ

(১) সরকারের প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ, বৃদ্ধির জন্য নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন

(২)আয়কর, কাস্টমস্, মূসক(ভ্যাট), ডিউটি ফি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ

(৩) জাতীয় সঞ্চয়পত্র, লটারী এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ও সকল ধরনের স্ট্যাম্প বিষয়ক

(৪)বিসিএস কাস্টমস্ এন্ড এক্সাইজ এবং কর ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম

(৫)অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন সংক্রান্ত সকল কমিটি ও কমিশন গঠন

(৬) সকল উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

(৭) আন্তর্জাতিক সংস্হা ও দেশসমূহের সাথে রাজস্ব ও সাধারণ সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন

০২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

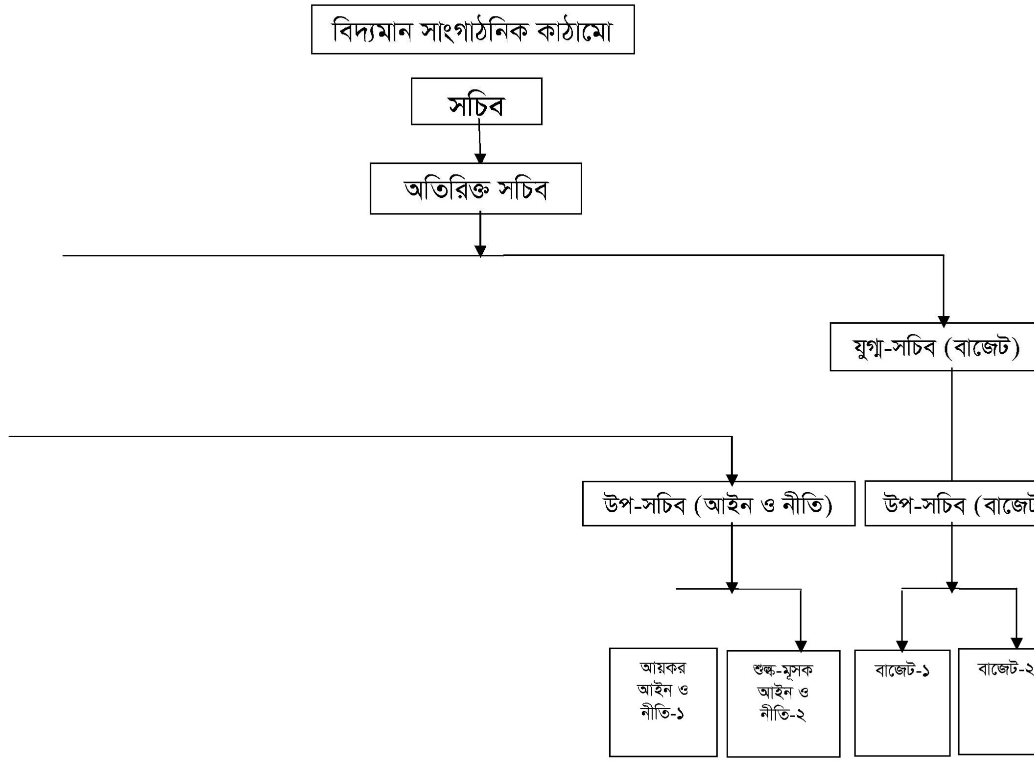

৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরিচিতি

বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের সনদ হিসেবে বিবেচিত ঐতিহাসিক ছয়দফার ৪র্থ দফায় ছিল রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়। তারই ধারাবাহিকতায় "জাতীয় রাজস্ব বোর্ড " ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাষ্টমস্, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ক রাজস্ব নীতি বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রধান রাজস্ব আহরণকারী সংস্হা। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব পদাধিকার বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ কর অনুবিভাগের আওতায় ৮ জন এবং পরোক্ষ কর অনুবিভাগের আওতায় ৭ জন সদস্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রশাসন কাজে ১ জন সদস্য তাঁর কাজে সহায়তা করেন। সদস্যদের মধ্যে ৪ জন (প্রতি অনুবিভাগ থেকে ২ জন করে) সদস্য ১ম গ্রেডভুক্ত এবং বাকী সদস্যবর্গ ২য় গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৫টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ, কাস্টমস্ অনুবিভাগ, মূসক অনুবিভাগ, আয়কর অনুবিভাগ এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ। এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

০৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম ।

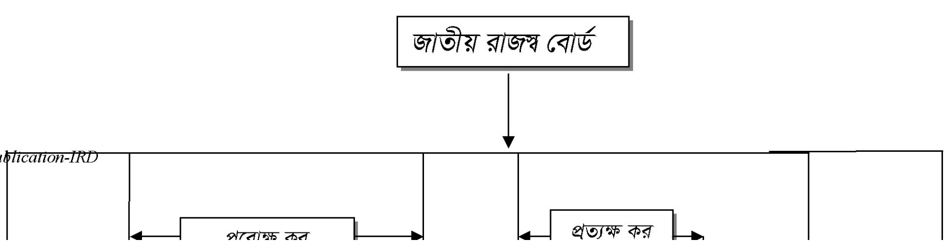

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সি,আই,সি) কাজ করছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সংখ্যা মোট ৭০টি। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল/জরীপ অঞ্চল/আপীল অঞ্চল/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংখ্যা ৪০টি, যার মধ্যে ৩১টি দপ্তরের দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহ করা। অবশিষ্ট ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনা করে, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ও ১টি পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পরোক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ হাউস, শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট/ দপ্তর/ পরিদপ্তর/ অধিদপ্তরের সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ৬টি কাস্টমস্ হাউস, ২টি কাষ্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ও ১২টি শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট রাজস্ব সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত। অবশিষ্ট দপ্তরসমূহ হলো ৪টি আপীল কমিশনারেট, ১টি কাস্টমস্ গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি মূসক নিরীক্ষা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ১টি কাস্টমস্ (শুল্ক) নিরীক্ষা ও পণ্য মূল্যায়ন (ভ্যালুয়েশন) কমিশনারেট, ১টি প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত স্থায়ী কাস্টমস্ প্রতিনিধির (Permanent Customs Representative) দপ্তর।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জনবলের অনুমোদিত পদ সংখ্যা মোট ২২,০৫৭ টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৬১৪, প্রত্যক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৮,৮৮৫ এবং পরোক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১২,৫৫৮ ।

৪.১। সরকারের মোট রাজস্ব ও জিডিপি পরিস্থিতি ঃ ২০১২-১৩

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন কম হওয়ায় দেশের মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত অনেক কম। তবে এ অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ৯.১৪ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.২৩ শতাংশ এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্বের ৮৪.১৩ শতাংশ কর রাজস্ব (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কিছু উৎসের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত) থেকে সংগৃহীত হয়। ২০০০-০১ অর্থবছরে কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ৭.৮০ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা বেড়ে ৯.৪৫ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ২০০০-০১ অর্থবছরে ৭.৪০ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.১০ শতাংশ এ দাঁড়িয়েছে।

৪.২। সরকারের মোট রাজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব পরিস্থিতি

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

দেশের মোট রাজস্বের এক বৃহদাংশ ও কর রাজস্বের সিংহভাগ (৮১%)জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে মোট রাজস্বে কর বহির্ভূত রাজস্ব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে সর্বমোট রাজস্বের ৮৫.৩২ শতাংশ কর রাজস্ব এবং ১৪.৬৮ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যায়। উক্ত সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৮০.৯৯ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৮৪.১৩ শতাংশ কর রাজস্ব থেকে, ১৫.৮৭ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে ৮১.০৭ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে (সারণী-৪)। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থ´বছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গতিধারা পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখচিত্র-১ এ দেখানো হয়েছে।

২০০০-০১ অর্থ বছর হ'তে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গতিধারা

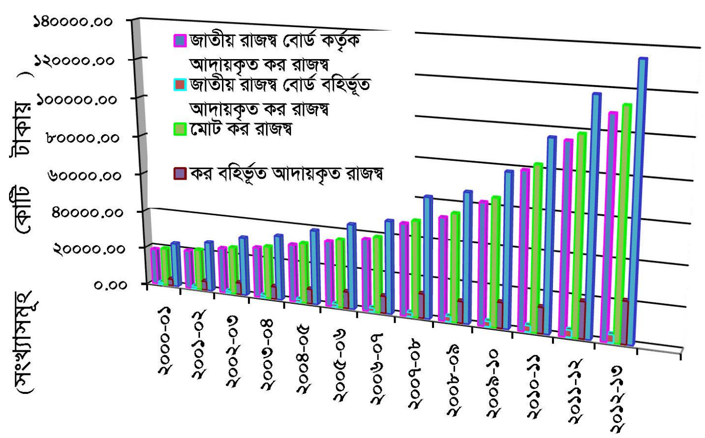

৪.৩। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের রাজস্ব আহরণে মৌল নীতিমালা ঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরের রাজস্ব নীতি প্রণয়নে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং দেশীয় সূত্রে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কার্যক্রমকে তালিকাবদ্ধ করে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিকল্পনা করা হয়।

লক্ষ্য ও কার্যক্রম ঃ ২০১২-১৩

১। করভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর পরিমন্ডল বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে দেশজ সম্পদের সমাবেশ ঘটানো ;

২। আয় বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ;

৩। অভ্যন্তরীণ শিল্পের সুরক্ষা প্রদান ও বিকাশ সাধন ;

৪। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে প্রণোদনা সৃষ্টি;

৫। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধন ;

৬। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ ;

৭। করদাতা এবং কর আহরণকারীর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগযোগ হ্রাস করা ;

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

৮।	কর আদায়ের আদায়কারী কর্মকর্তার স্ববিবেচনা সীমিত করা ;

৯।	কর আদায়ে বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমার বিকল্প ও সহজ সমাধান বের করা ;

১০।	করদাতা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সহায়ক করসেবা ও পদ্ধতি গড়ে তোলা ; কর প্রদানে হয়রানি নিরসন করা এবং কর প্রদানকে আকর্ষণীয় করে তোলা ;

১১।	রাজস্ব প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং রাজস্ব আদায় পদ্ধতি অনলাইনে রূপান্তরণ ।

৪.৪। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের জন্য গৃহীত সংস্কারমূলক কার্যক্রম ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শুল্ক-কর প্রশাসনের স্হাপনা ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় (automation) পদ্ধতির আওতায় আনার প্রচেষ্টা গৃহীত হয় ঃ

১।	রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাজট নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে ;

২।	আয়করের ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে ;

৩।	অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে ;

৪।	আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইনে TIN/BIN নিবন্ধন করা যাবে এবং নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য ভান্ডারের সাথে অনলাইনে তথ্য যাচাই করার ব্যবস্হা রাখা হয়েছে ;

৫।	আয়কর আইনে Transfer Pricing অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে ;

৬।	আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিফান্ড প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ;

৭।	অটোমেটেড পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও দাখিলপত্র পেশ করার ব্যবস্হা করা হচ্ছে ;

৮।	শুল্ক প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে ASYCUDA World প্রযুক্তি স্হাপন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কাজ শুরু হয়েছে।

৯।	রাজস্ব প্রশাসনে নতুন জনবল প্রয়োজন। সম্প্রতি শুল্ক-ভ্যাট বিভাগে ১৪০ জন সহকারী কমিশনার এবং ১০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ৮০০ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

১০।	রাজস্ব প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে।

১১।	অবশেষে প্রচলিত প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে শুল্কায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা সম্ভব হবে।

৪.৫। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বকে প্রধানতঃ দু'ভাগে দেখানো হয়। যথাঃ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর । প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক (বৈদেশিক ভ্রমণ কর, অন্যান্য কর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । পরোক্ষ করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্ণওভার কর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব কাঠামোকে নিচের ছকে দেখানো হয়েছেঃ

কাঠামো

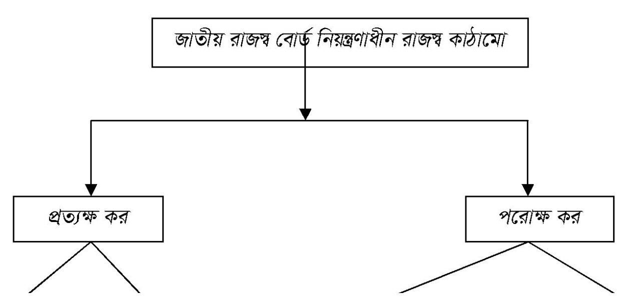

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

ক) আমদানি শুল্ক
খ) মূসক
গ) সম্পূরক শুল্ক
ঘ) রপ্তানি শুল্ক
ঙ) রেগুলেটরী শুল্ক

ক) আবগারী শুল্ক
খ) মূসক
গ) সম্পূরক শুল্ক
ঘ) টার্ণওভার ট্যাক্স

২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য সরকারের রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ১,৩৯,৬৭০ কোটি টাকা। কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১৬,৮২৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৮৩.৬৪ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২,৮৪৬ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ১৬.৩৬ শতাংশ। কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১২,২৫৯ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৮০.৩৭ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯৬.০৯ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৫৬৫ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩.২৭ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৩.৯১ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে মোট ১,৩৪,৬৩৫.৭৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১,৩৯,৬৭০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৫,০৩৪.২৭ কোটি টাকা বা ৩.৬০ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৬.৪০ শতাংশ। আদায়কৃত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,১৩,২৭২.৭৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১,১৬,৮২৪ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩,৫৫১.২৭ কোটি টাকা বা ৩.০৪ শতাংশ কম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৬.৯৬ শতাংশ। আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করেছে ১,০৯,১৫১.৭৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১,১২,২৫৯ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৩,১০৭.২৭ কোটি টাকা বা ২.৭৭ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৭.২৩ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থবছরের উইং ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হার

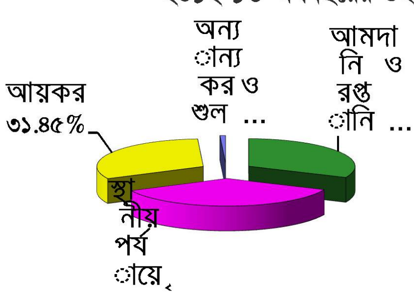

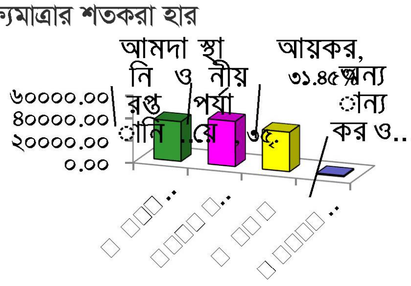

২০১২-১৩ অর্থবছরের উইং ভিত্তিক আদায়ের শতকরা হার

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

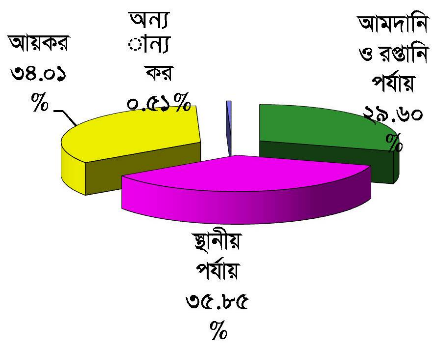

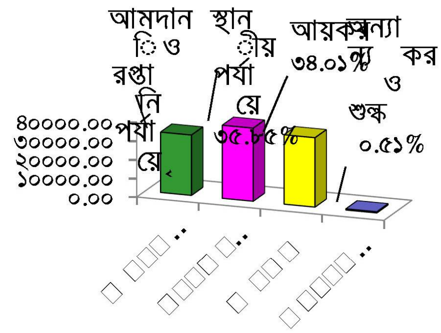

৫। **প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর ঃ**

২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬,২৫৯ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৩৭,৭১০.৪৬ কোটি টাকা। এ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১,৪৫১.৪৬ কোটি টাকা বা ৪.০০ শতাংশ বেশী। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৬.১৫ শতাংশ। এ আদায় গত অর্থবছরের আদায় ২৯,১৩৩.৫৮ কোটি টাকা থেকে ৮,৫৭৬.৮৮ কোটি টাকা বেশী। বিগত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ২৯.৪৪ শতাংশ।

পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৬,০০০ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৭১,৪৪১.২৭ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪,৫৫৮.৭৩ কোটি টাকা বা ৬.৩৮ শতাংশ কম আদায় হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৪.০০ শতাংশ। এ আদায় গত অর্থবছরের আদায় ৬৫,৯২৫.৩১ কোটি টাকা থেকে ৫,৫১৫.৯৬ কোটি টাকা বেশী। বিগত অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ৮.৩৭ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট রাজস্বের ৬৫.৪৫ শতাংশ আদায় হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে এবং ৩৪.৫৫ শতাংশ আদায় হয়েছে প্রত্যক্ষ কর থেকে। বিভিন্ন অর্থবছরের পরোক্ষ কর ও প্রত্যক্ষ কর আদায় প্রবণতা পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং পরোক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে।

৫.১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

আয়করের হার পরিবর্তণঃ

- ব্যক্তি করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তবে মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের পুরুষ করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। সর্বনিম্ন আয়করের হার ২ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ক) **ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার ঃ**

(১) অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৮০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে। ২০১২-১৩ কর বছরের জন্য এরূপ করদাতাদের আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপঃ

মোট আয়	হার
প্রথম ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

(২) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের পুরুষ করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ২,০০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,২৫,০০০/- টাকা করা হয়েছে।

(৩) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ২,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৭৫,০০০/- টাকা করা হয়েছে।

(৪) করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের বেলায় প্রদেয় ন্যুনতম আয়করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমান হিসাব অনুযায়ী ৩,০০০/- টাকার কম হলে বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় করের পরিমান ৩,০০০/- টাকার কম বা ঋণাত্বক হলে তাঁকে ন্যুনতম আয়কর ৩,০০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) **ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি করদাতাদের উপর সারচার্জ আরোপ ঃ**

ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় আয়করের উপর ১০% হারে সারচার্জ আরোপের ইতোপূর্বে প্রবর্তিত বিধান ২০১২-২০১৩ কর বছরের জন্য বহাল রাখা হয়েছে। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট সম্পদের পরিমাণ ২ (দুই) কোটি টাকার উর্ধ্বে হলেই কেবল প্রদেয় করের উপর এ সারচার্জ আরোপিত হবে।

ব্যক্তি (individual) শ্রেণীর করদাতা ভিন্ন অন্য কারো উপর এ সারচার্জ আরোপিত হবে না।

(গ) **অনিবাসী ব্যক্তির করহারঃ**

বাংলাদেশী নয় এমন অনিবাসী ব্যক্তিদের কর হার ২৫%। তবে বাংলাদেশী অনিবাসী হলে তাদের আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হারে (০%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫%) কর প্রদেয় হবে।

(ঘ) **কোম্পানীর করহারঃ**

কোম্পানীর আয়করের হার নিম্নরূপঃ

কোম্পানীর ধরণ	কর হার	মন্তব্য
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী	৩৭.৫%	২০% শেয়ার পুঁজিবাজারে হস্তান্তর করা হলে হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট কর বছরে প্রযোজ্য করের ১০% রেয়াত প্রাপ্য।
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানী)	২৭.৫%	শর্ত ঃ ১০% এর কম লভ্যাংশ দিলে কর হার ৩৭.৫%; ২০% এর বেশী লভ্যাংশ দিলে কর হার ২৪.৭৫%।
ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান	৪২.৫%	
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	
সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানী	৪২.৫%	পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী হলে কর হার ৩৫%।
মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানী	৪৫%	১০% শেয়ার পুঁজিবাজারে হস্তান্তর করা হলে কর হার ৩৫%।
কোম্পানী কর্তৃক প্রাপ্ত লভ্যাংশ আয়	২০%	

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর করহার ৩৭.৫% এবং ২৭.৫% এ অপরিবর্তিত রয়েছে। ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে করহার ৪২.৫% এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর করহার ৪৫% এ অপরিবর্তিত রয়েছে।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জ আরোপের বিধান অপরিবর্তিত রয়েছে। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি টাকার উর্দ্ধে হলেই কেবল প্রদেয় করের উপর এ সারচার্জ আরোপিত হবে।

৫.২। আয়করের ক্ষেত্রে আনীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ ঃ

- আলোচ্য বছরে ইতোপূর্বে কর অনারোপিত আয়ের উপর আয়কর প্রদান সাপেক্ষে অনারোপিত আয় প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে। ব্যক্তি, কোম্পানী বা যে কোন করদাতা পূর্ববর্তী যে কোন বছরের অপ্রদর্শিত আয় প্রদর্শণ করে চলতি কর বছরে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে পারেন।
- লোকাল এলসি এর মাধ্যমে প্রদেয়/পরিশোধযোগ্য অর্থ হতে চুক্তি ও সরবরাহের অধীনে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অর্থের ন্যায় উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছেঃ
  ক) ঢাকা (উত্তর ও দক্ষিণ) ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-৫০০/- টাকা;
  খ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-৩০০/- টাকা;
  গ) জেলা শহরে অবস্থিত পৌরসভা-৩০০/- টাকা;
  ঘ) অন্য যে কোন পৌরসভা-১০০/- টাকা;
- আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে International Gateway Service (IGW) প্রদানের বিপরীতে কোন বিল বা যে কোন অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ১% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- সরকার অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, ব্যাংকিং কোম্পানী অথবা কোন সমবায় ব্যাংক, এনজিও অথবা কোন স্কুল বা কলেজ কর্তৃক বাড়ী ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকালে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।
- নীট ও ওভেন গার্মেন্টস, টেলিটাওয়েল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টুন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি, চামড়াজাত দ্রব্য ও প্যাকেটজাত খাদ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.৬০% থেকে বৃদ্ধি করে ০.৮০% করা হয়েছে।
- নীট ও ওভেন গার্মেন্টস, টেলিটাওয়েল, গার্মেন্টস শিল্পের কার্টুন ও এক্সেসরিজ, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি, চামড়াজাত দ্রব্য ও প্যাকেটজাত খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.৭০% থেকে বৃদ্ধি করে ০.৮০% করা হয়েছে।
- রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি সহায়তা হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদেয় নগদ সুবিধা বা cash subsidy এর উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে।
- ল্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট ব্যবসায় নিয়োজিতদের জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর আদায়ের হার সংশোধন করা হয়েছে।
- সম্পত্তি হস্তান্তরকালে রেজিষ্ট্রেশনের সময় উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার পরিবর্তন এবং সম্পত্তির অবস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত যে কোন রিটার্ন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে নিরীক্ষার বিধান করা হয়েছে।
- Pension fund এর ট্রাষ্টির আয় করমুক্ত করার বিধান করা হয়েছে।
- প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাষ্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় গঠিত তহবিলে প্রদত্ত নির্ধারিত সীমার অনুদান করমুক্ত আয় হিসেবে বিবেচনার বিধান করা হয়েছে।

এক নজরে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

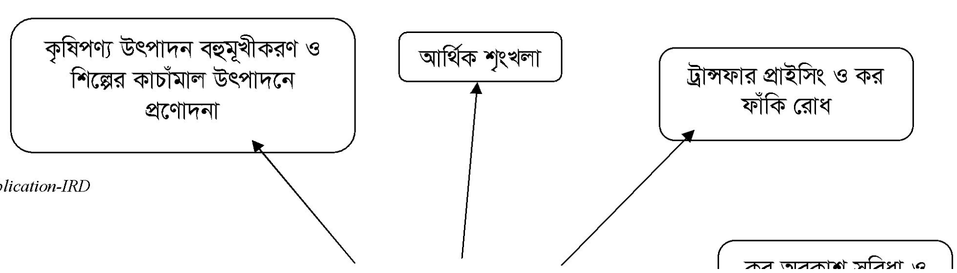

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

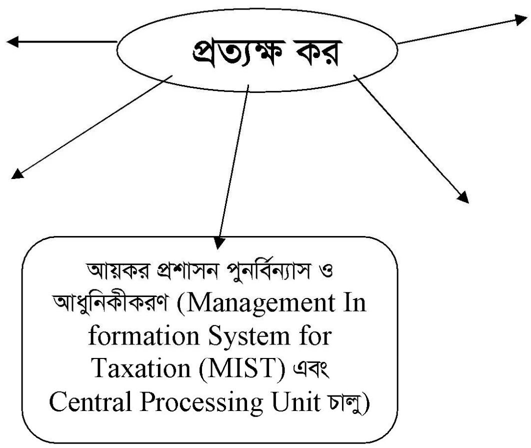

৫.৩। কয়েকটি বৃহৎখাতের আয়কর আদায় ঃ

২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আয়কর আদায় হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে। এর পরিমাণ ২০,০৭৮.৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আদায় হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১১,৩২২.১০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ আদায় হয়েছে ৭৪ ধারায় রির্টাণের ভিত্তিতে আদায়কৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৩,৭৯৫.২৯ কোটি টাকা।

ক) উৎসে আয়কর কর্তন

২০১২-১৩ অর্থবছরে আদায়কৃত ৩৭১২০.৬৫ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ২০,০৭৮.৭১ কোটি টাকা উৎসে কর্তনের মাধ্যমে আদায় হয়েছে। অর্থাৎ মোট আদায়কৃত আয়করের ৫৪.০৯ শতাংশ আদায় হয়েছে উৎসে কর্তনের মাধ্যমে। ২০১২-১৩ অর্থবছর প্রধান খাতসমূহের উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও মোট উৎসে কর্তনের শতকরা অংশ সারণী-২৯ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ আদায় হয়েছে কন্ট্রাক্টর বা সাব কন্ট্রাক্টর প্রদত্ত অংক হতে, যার পরিমাণ ৫,৬৯৯.৬৩ কোটি টাকা। এরপরই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ আদায় হয়েছে আমদানিকারক থেকে, যার পরিমাণ ৩,৪৬২.৩৭ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে আছে সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের সুদ থেকে আদায় ২,৮৬৯.৮৫ কোটি টাকা।

খ) ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রির্টাণের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর

২০১২-১৩ অর্থবছরে আদায়কৃত ৩৭১২০.৬৫ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১১,৩২২.১০ কোটি টাকা এবং ৭৪ ধারায় রিটার্ণের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৩,৭৯৫.২৯ কোটি টাকা, যা এই অর্থবছরে আদায়কৃত মোট আয়কর আদায়ের যথাক্রমে ৩০.৫০ শতাংশ এবং ১০.২২ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ আয়কর আদায় হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে। এর পরিমাণ ২০,০৭৮.৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আদায় হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১১, ৩২২.১০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ আদায় হয়েছে ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে আদায়কৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৩,৭৯৫.২৯ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আদায় তথ্য সারণী-২৮ এ এবং আদায়কৃত মোট আয়করের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আদায়ের অংশ লিখচিত্র-১৪ এ দেখানো হয়েছে।

গ) কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত আয়কর আদায়

২০১২-১৩ অর্থবছরে নীট আদায়কৃত ৩৭,১২০.৬৫ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে কোম্পানী হতে আদায় হয়েছে ২০,৪০৮.৯৩ কোটি টাকা, যা মোট আদায়ের ৫৪.৯৮ শতাংশ এবং কোম্পানী ব্যতীত আদায় হয়েছে ১৬,৭১১.৭২ কোটি টাকা, যা মোট আদায়ের ৪৫.০২ শতাংশ।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

আদাকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আদায়ের অংশ

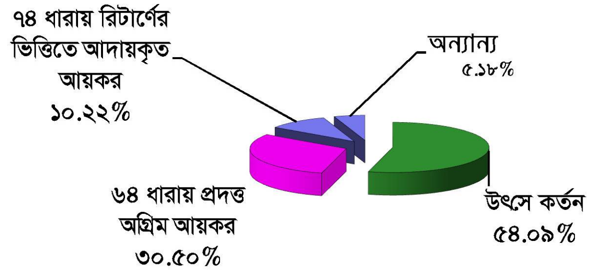

ঘ। **বকেয়া আয়কর ও আদায়কৃত বকেয়া আয়কর**

২০১২-১৩ অর্থবছরে বকেয়া আয়করের পরিমাণ ছিল ৭,২৬৮.১০ কোটি টাকা এবং বকেয়া আয়কর আদায় হয়েছে ৯৯১.৭১ কোটি টাকা। সর্বাধিক বকেয়া আয়কর ৪১৮.০০ কোটি টাকা আদায় করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)।

ঙ। আয়কর দাবী ও আদায়

২০১২-১৩ অর্থবছরে আয়কর দাবীর মোট পরিমাণ ১৩,৮১৪.৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বকেয়া দাবীর পরিমাণ ছিল ৮,০৮৫.৬১ কোটি টাকা এবং সৃষ্ট চলতি দাবীর পরিমাণ ৫,৭২৯.১৭ কোটি টাকা। আপীল রিভিশনের মাধ্যমে দাবী কমানোর পরিমাণ ১,৪৬২.৮৫ কোটি টাকা এবং স্থগিত দাবীর পরিমাণ ৩,৩৯৫.৯০ কোটি টাকা । আদায়যোগ্য দাবীর পরিমাণ ৮,৯৫৬.০৩ কোটি টাকা। মোট দাবীর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে আদায় হয়েছে ১,৯২৮.৮২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,১১৩.৫৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে বকেয়া দাবী থেকে এবং ৮১৫.২৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে চলতি দাবী থেকে।

চ। **আয়করদাতার সংখ্যা**

২০১২-১৩ অর্থবছরে আয়করদাতার মোট সংখ্যা ছিল ২১,৫০,৬৭২ জন। তন্মধ্যে কোম্পানী করদাতার সংখ্যা ৫৭,৬৫৬ বৈতনিক করদাতার সংখ্যা ৪,৪১,৪৪০ জন এবং কোম্পানী বৈতনিক ব্যতীত করদাতার সংখ্যা ১৬,৫১,৫৭৬ জন (সারণী-৪৫)। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আয়ের ধাপভিত্তিক আয়করদাতার সংখ্যা সারণী-৪৬ এ দেখানো হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে Section 45, 46, 46A এর অধীন কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ২৬৬ এবং কর অবকাশের সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯৭.৫৯ কোটি টাকা এবং S.R.O এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ২০১ এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৩৬.২১ কোটি টাকা ।

ছ। **দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি**

২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ৩১ টি দেশের দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে সব দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জ। **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম**

বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকা ২০১২-১৩ অর্থবছরে যে সব প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করেছে তার মধ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম মুখ্য। বিসিএস (কর) একাডেমী অন্যান্য যে সব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তার মধ্যে আছে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ১,৫৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী এই একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

০৬। পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ঃ

৬.১। কাস্টমস্ ব্যবস্হাপনা ঃ

- পাঁচ স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক ২৫% অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও আইসিটি খাতের শুল্ক ৩% অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

- বিদ্যমান ৮ (আট) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হার পুনবিন্যাস করে নয় স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হার ২০%,৩০%,৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সর্বোচ্চ শুল্ক হার (২৫%) প্রযোজ্য রয়েছে এমন পণ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ ৫% রেগুলেটরি ডিউটি ২০১২-১৩ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- গাড়ির সিসি স্তরভিত্তিক সম্পূরক শুল্কহার কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা নিম্নরুপঃ

মোটর গাড়ীর বিবরণ	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০০ পর্যন্ত	৪৫
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৫০১ হতে ১৮০০ পর্যন্ত	১০০
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৫০
(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ হতে ২৭৫০ পর্যন্ত	২৫০
(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৭৫১ হতে ৪০০০ পর্যন্ত	৩৫০
(চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০১ এবং তদুর্দ্ধ	৫০০

- নতুন গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে যথাযথ শুল্কমূল্য নিরূপনের ক্ষেত্রে নতুন গাড়ীর শুল্কায়ন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED tube light, Projector, Wind Shield glass সহ ৪৩টি পণ্যের আমদানি শুল্কহ্রাস করা হয়েছে।
- দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের আবেদন বিষয় বিবেচনা করে Surgical glass, Railway সহ ৩০টি পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দেশীয় উৎপাদকগণের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে চা আমদানির উপর ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
- কাপড় এবং তৈরী পোষাক আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক ৪৫% থেকে ৬০% এ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন ব্যবস্থার আওতা সংকুচিত করে ৫% এবং ১২% আমদানি শুল্ক স্লাবের পণ্যসমূহকে এই ব্যবস্থা আওতামুক্ত করা হয়েছে।
- The Customs Act, 1969 সংশোধনপূর্বক Intellectual Property Right (IPR) সংক্রান্ত বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- World Customs Organization (WCO) এর সর্বশেষ সংশোধিত সংস্করণ Edition 2012 অনুযায়ী Bangladesh Customs Tariff (BCT) এর First Schedule সংশোধন করা হয়েছে।

এক নজরে ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুল্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

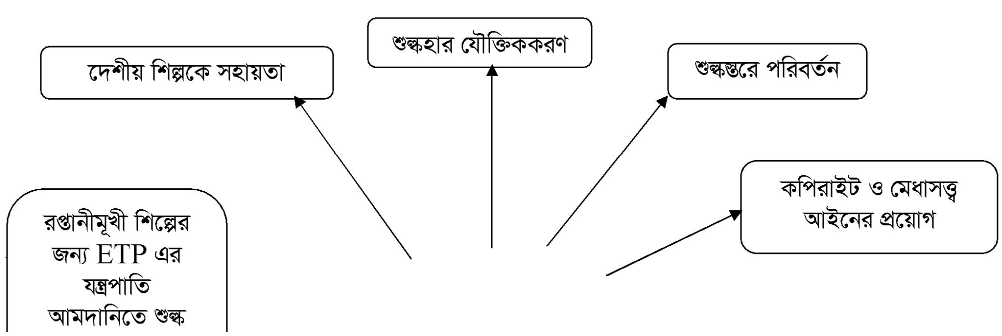

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

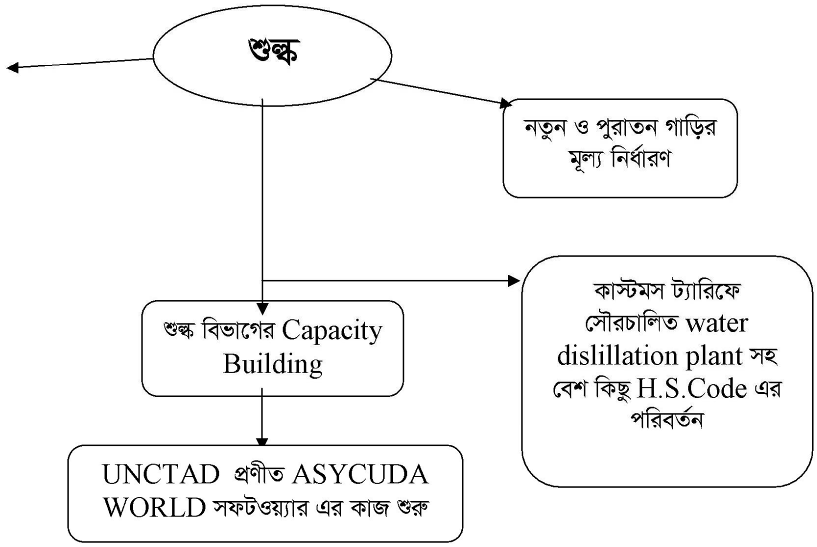

৬.২। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থাপনা ঃ

০১) ২০১২-১৩ অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপঃ

ক) এস.এম.ই খাতকে শক্তিশালী করার জন্য করহার ৩% করা হয়েছে;
খ) আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য মূসক আইনের ধারা ৯(১) এ যুক্ত করা হয়েছে;
গ) সংকুচিত ভিত্তি মূল্যকে যুগোপযোগী করার জন্য সংকুচিত ভিত্তি মূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে পরিবর্তন আনা হয়েছে;
ঘ) আমদানি পর্যায়ে এটিভি আদায় সহজীকরণ করতে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে;
ঙ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন ও বিধিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে;
চ) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ ও ধারা ৫৫ এর মধ্যকার বর্তমান সংশয় দূর করা ও স্বেচছাধীন ক্ষমতা কমিয়ে আনার জন্য আইন দু'টিতে বাস্তবসম্মত, ব্যবসা বান্ধব করা হয়েছে;
ছ) উৎসে মূসক কর্তন/আদায় প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে।

০২) কর আপাতন হ্রাসকরণ ঃ

ক) জিপি শীট ও সিআই শীটের ট্যারিফ মূল্য কমানো হয়েছে;
খ) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবার ক্ষেত্রে মূসক এর হ্রাসকৃত হার ৪.৫০% ধার্য করা হয়েছে।

০৩) মূসক এর পরিধি বৃদ্ধি ঃ

(ক) কনসালটেন্সী ফার্ম ও সুপারভাইজারী ফার্ম (খ) অডিট এন্ড একাউন্টিং ফার্ম (গ) সিকিউরিটি সার্ভিস (ঘ) আইন পরামর্শক (ঙ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী (চ) ভবন মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা (ছ) অনুষ্ঠান আয়োজক (জ) মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নীট মূসক এর হার ৪.৫% এবং নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা এর নীট মূসক এর হার ৩% এর স্থলে ৪% ও আসবাবপত্রের বিপনন (শো-রুম) এর নীট মূসক এর হার ৩% এ স্থলে ৪% ধার্যকরণ।

০৪) মূসক এর ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি ঃ

ক) মশলা, টমেটো এবং ব্যানানা পাল্প, আম, আনারস, পেয়ারার জুস এবং ইট;
খ) তামাকজাতীয় পণ্য ও সিগারেটের মূল্যস্তর বৃদ্ধি।

০৫) সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস ঃ

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

ক) সকল ব্র্যান্ডের সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক হার বৃদ্ধি;
খ) ফেয়ারনেস ক্রিম ও সিনেমা হল থেকে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার;
গ) সিরামিকসের তৈরী বাথটাব, সিন্ক, বেসিন, প্যাডেস্টাল কমোড ইত্যাদির উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এক নজরে ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

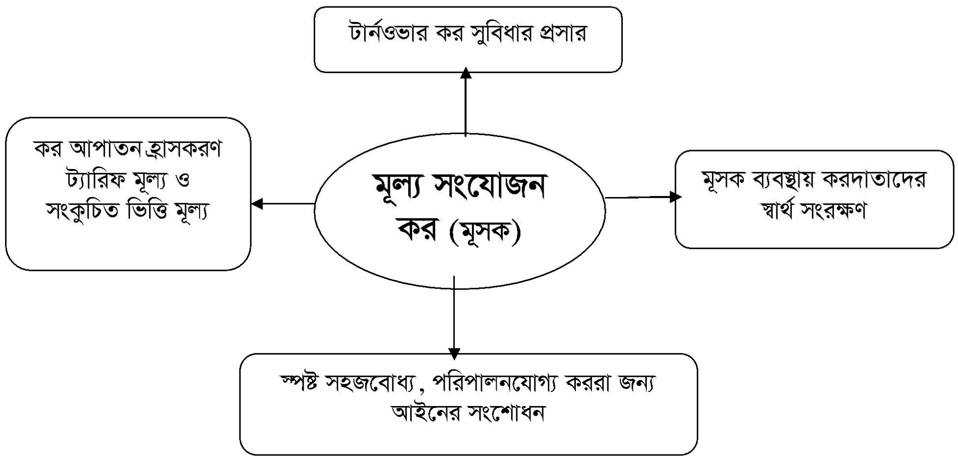

৭। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল পরিচিতি

স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের একটি বেঞ্চের মাধ্যমে ট্রাইবুনালের যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৯৮১ সনে ও ১৯৮৩ সনে একটি করে বেঞ্চসহ মোট ৩টি বেঞ্চের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া রংপুরে আরো একটি বেঞ্চ সৃষ্টির কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে ও দ্রুত রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বর্তমানে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে যার মধ্যে ৫টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে ও ১টি খুলনায় অবস্থিত।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রভিশন ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি কোয়াসি জুডিশিয়াল কোর্ট। একই সাথে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণেও এ ট্রাইব্যুনাল কাজ করে। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের আদলে উহা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপীলাত যুগ্ম/অতিঃ কর কমিশনার এবং কর কমিশনার(আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ করদাতা অথবা ডিসিটি ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারেন।

কার্যপ্রণালী ঃ

ট্রাইবুনালের প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী অনুযায়ী প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট(বিভাগীয় প্রধান) হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডর একজন সদস্যকে সরকার নিয়োগ প্রদান করেন। ট্রাইবুনালের সদস্য হিসাবে সাধারণতঃ কর কমিশনারগণকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, অবসর প্রাপ্ত কর কমিশনার, অবসর প্রাপ্ত/বর্তমান জেলা জজ, চার্টার একাউনটেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্ট, ইনকামটেক্স প্র্যাকটিশনার/এভভোকেটকেও সরকার ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে বৎসরে গড়ে ৪৫০০ মামলা নিস্পত্তি করা হয়। ফ্যাকচুয়াল পয়েন্টে ট্রাইবুনালের আদেশই চূড়ান্ত। তবে ল' পয়েন্টে ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রেফারেন্স দায়ের করা যায়।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

টিওএন্ডইভূক্ত জনবলের সংখ্যা ঃ-

সর্বশেষ ১৯৯২ সনে ট্রাইবুনাল পূণর্গঠনের মাধ্যমে ৬টি বেঞ্চ সৃষ্টিসহ ১১১(একশত এগার)টি পদ সৃষ্টি করে ট্রাইবুনালের নতুন যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে আরও ১টি বেঞ্চ ও ২৫ জন জনবলসহ সর্বমোট ২৩৬ জন রয়েছে ।

বাজেটঃ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ৪.৯৯ কোটি টাকা।

মামলার সংখ্যাঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কর আপীলাত ট্রাইবুনালে ৪২৩৬টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

জানুয়ারি/২০১৫ মাসের শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ ১৪৭৫টি। উলেখ্য যে, ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির জন্য ৬ মাস সময়সীমার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৮। কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা

১৯৯৫ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সত্ত্বা। অর্জিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল সদস্য এবং জুডিশিয়াল সদস্যের সমন্বয়ে আপীলাত ট্রাইবুনাল গঠিত। প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চ একজন টেকনিক্যাল সদস্য এবং একজন জুডিশিয়াল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করেন।

সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক ট্রাইব্যুনালের দ্বৈত বেঞ্চ ০৪টি। তন্মধ্যে ০৩টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে এবং বিচারিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। আপীলাত ট্রাইবুনাল ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য।

যে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ; কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা তার সমমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কাস্টমস, কর্মকর্তার কাস্টমস্ আইন বা মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে পারবেন। কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান বা আদেশ জারীর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করতে হয়। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

ট্রাইবুনালের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব

- কাস্টমস্ ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রহণ করা ও মামলা নিস্পত্তি করা।
- আপীল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানী গ্রহণ করা।
- যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, তা বহাল রাখা ; পরিবর্তন করা বা বাতিল করে বিবেচনায় সঙ্গত যে কোন আদেশ প্রদান করা।
- মামলার বিচার কার্য পরিচালানার ক্ষেত্রে উদঘাটন এবং পরিদর্শন ;
- দ্বৈত বেঞ্চসমূহের বৈঠকের স্হান নির্দিষ্ট করার ক্ষমতাসহ ট্রাইব্যুনাল এবং বেঞ্চসমূহের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা।
- আপীল দায়েরের সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও বিশেষ বিবেচনায় সন্তুষ্টি সাপেক্ষে কোন আপীল গ্রহণ করা বা প্রতি আপত্তিস্মারক দাখিল করার অনুমতি প্রদান করা।
- বাজেট ঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট বাজেট ২.১৪ কোটি টাকা।
- মামলার সংখ্যা ঃ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনালে ১৩৮১ টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

(ভূতপূর্ব জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর)

মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের** ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্র বিক্রয়লব্ধ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থার উপর চাপ প্রশমনে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঘাটতি অর্থায়নে মূল্যস্ফীতি প্রভাব (Inflationary Impact) কম। এছাড়া, জাতীয় সঞ্চয়পত্র স্কীমে বিনিয়োগের মাধ্যমে মহিলা ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করছেন। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর নিম্নোক্ত সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে ঃ

মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের শুরুতে আকর্ষণীয় মুনাফা হারে পরিবার সঞ্চয়পত্রের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে ;

বয়োজোষ্ঠ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশি (পুরুষ/মহিলা) নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে অধিক মুনাফা সম্বলিত পরিবার সঞ্চয়পত্রে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ হতে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে ।

গত ১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ক্রয়কৃত অধিকাংশ সঞ্চয় স্কীমে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সঞ্চয় স্কীমসমূহকে অধিকতর আকর্ষণীয় করতে এর মুনাফার হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

২০১০ সাল হতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস, ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড একাধিক মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু করা হয়েছে। আবার ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউ.এস ডলার ইনভেষ্টমেন্ট বন্ডের পাশাপাশি একই ধরণের মুনাফার হার ও অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত ইউরো এবং পাউন্ড ষ্টারলিং বন্ড চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাছাড়া অনিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে গত ১০ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এর বিধি বিধান সংশোধন করে ক্রেতাবান্ধব করা হয়েছে।

অন্যান্য সঞ্চয় স্কীমসমূহকে আরো অধিকতর আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা হবে ঃ

মুনাফা প্রদানের নূন্যতম সময়সীমা ১ বছর হতে কমিয়ে ৬ মাসে নির্ধারণ করা সঞ্চয়পত্র লিয়েন রেখে ঋণ গ্রহণের সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন

৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ও ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদি হিসাব একাধিক মেয়াদে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা চালু

ডাক জীবন বীমার প্রিমিয়াম জমা সংক্রান্ত বিধি বিধান সহজীকরণ

যে সকল সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে ৩০ লক্ষ এবং যুগ্ম নামে ৬০ লক্ষ টাকা রয়েছে তা বাড়ি একক নামে ৫০ লক্ষ এবং যুগ্ম নামে ১ কোটি টাকা উন্নীত করা

সঞ্চয় স্কীমের বিক্রয়, বিপনন ব্যবস্থা এবং তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের জন্য অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম চলছে।

বিনিয়োগকারীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের জন্য সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডেডিকেটেড ওয়েব সাইট তৈরি করা হয়েছে।

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের জাতীয় সঞ্চয় স্কীমের অর্জিত বিনিয়োগ

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কীমসমূহ	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত বিনিয়োগ	নীট বিনিয়োগ
১	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র -	-	-	(২২.৫৩)
২	৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ২	২,২৫০.০০	২,১৬৯.৬৭	২৫.৩৩
৩	৩ বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র -	-	-	-
৪	বোনাস সঞ্চয়পত্র	-	-	(০.১৪)
৫	৬ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	-	-	(০.০৭)
৬	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৮,০৫০.০০	৭,৬৩২.৮২	৬,৫৯২.৫৬
৭	৩ মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	৬,০০০.০০	৬,০৩৯.৮১	(৪,২৪৬.৯০)
৮	জামানত সঞ্চয়পত্র	-	-	(০.০২)
৯	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১,৪৫০.০০	১,২৮৬.৫২	(৪০৭.৩৪)
১০	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকঃ			
	(ক) সাধারণ হিসাব ১	১,২০০.০০	১,১৭৮.৯৩	২১.০৫
	(খ) মেয়াদী হিসাব	৪,১২৭.৭৬	৩,৮৮৬.৪৩	(৭১৪.৯০)
	(গ) বোনাস হিসাব -	-	-	-
১১	ডাক জীবন বীমা	৯০.০০	৮৮.৫৭	১৪.১১
১২	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৬৫.৮৮	৬০.২৬	১৯.৯৬
১৩	ওয়েজ আর্ণার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৪৭০.০০	৪৩২.৩৬	(৭৬.২৪)
১৪	৩ বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগবন্ড	-	-	(৭২৮.১৮)
১৫	ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১০৫.০০	৮৭.৩৩	৩১.৮৫
১৬	ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	৫২০.০০	৪৬৪.০৭	২৬৪.৩০
	মোট=	২৪,৩২৮.৬৪	২৩,৩২৬.৭৭	৭৭২.৮৪

৬৪ ২৩,৩২৬.

, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের ৭টি বিশেষ সঞ্চয় ব্যুরো সহ মোট ৭১টি ব্যুরোর মাধ্যমে অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ হাজার ৬৫২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৪৩ কোটি ০১ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৭ হাজার ৬৬১ কোটি ০৬ লক্ষ টাকা এবং নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ডাকঘরের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে অর্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১২ হাজার ০১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা এবং নীট বিনিয়োগ ১ হাজার ৬৩৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিনিয়োগের তুলামূলক বিবরনী ঃ

(অংক সমূহ কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জন	%	নীট লক্ষ্যমাত্রা	নীট অর্জন	%
২০০৯-১০	২২,৬৩৮.০০	২৫,৫৫৩.৬৯	১১৩%	৮,৪০৬.৫১	১১,৫৯০.৬৪	১৩৮%
২০১০-১১	২০,৯৬৮.৫৬	১৭,২৩২.০৩	৮২%	৭,৪৭৬.৮০	২,০৫৬.৯০	২৮%
২০১১-১২	২২,৪০৫.০০	১৮,৯৫৫.৩৫	৮৫%	৬,০০০.০০	৪৭৯.০২	৮%
২০১২-১৩	২৪,৩২৮.৬৪	২৩,৩২৬.৭৭	৯৬%	৭,৪০০.০০	৭৭২.৮৪	১০%

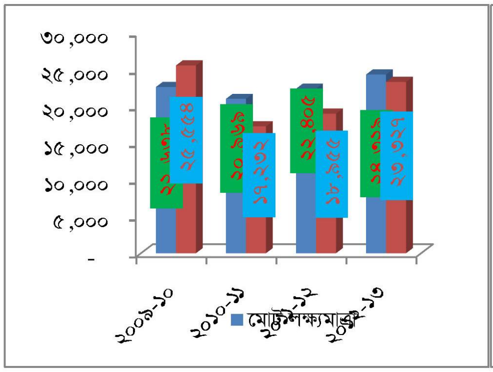

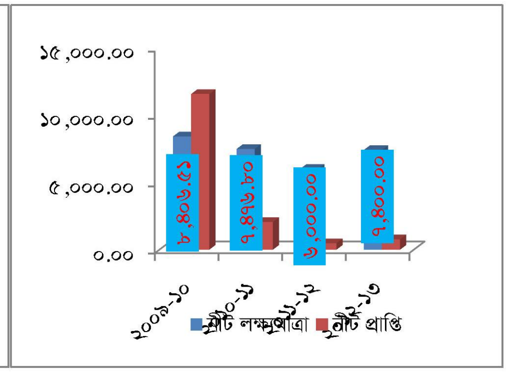

বিগত ৭-বছরের সঞ্চয় স্কিমের মোট প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধির হার

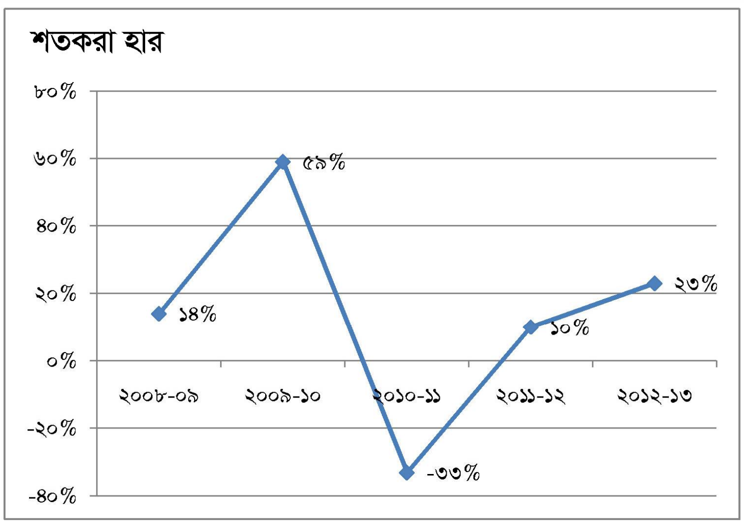

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে স্ট্যাম্প শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি

ক্র.নং	মাসের নাম	ট্রেজারিতে স্ট্যাম্প বিক্রয়	(আইজিআর এবং রেজসকো)	মোট
১.	জুলাই, ২০১২	৫১,২১,২০,০০০/-	১৮৩,২০,৫৬,০০০/-	২৩৪,৪১,৭৬,০০০/-
২.	আগষ্ট, ২০১২	২৮,০১,৯৭,০০০/-	১১৪,৪৬,৮৩,০০০/-	১৪২,৪৮,৮০,০০০/-
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০১২	৫২,৬৪,৫৪,০০০/-	২০৪,৬৯,৯৯,০০০/-	২৫৭,৩৪,৫৩,০০০/-
প্রথম তিন মাসের আদায়	ত্রৈমাসিক	১৩১,৮৭,৭১,০০০/-	৫০২,৩৭,৩৮,০০০/-	৬৩৪,২৫,০৯,০০০/-
৪.	অক্টোবর, ২০১২	৪৫,২৬,৮০,০০০/-	১৪৬,৪৭,৫৩,০০০/-	১৯১,৭৪,৩৩,০০০/-
৫.	নভেম্বর, ২০১২	৫২,৯১,৩৬,০০০/-	১২৭,০৮,২২,০০০/-	১৭৯,৯৯,৫৮,০০০/-
৬.	ডিসেম্বর, ২০১২	৫৩,৩২,২৭,০০০/-	২৩৩,৮০,০২,০০০/-	২৮৭,১২,২৯,০০০/-
প্রথম ছয় মাসের আদায়	ষান্মাসিক	২৮৩,৩৮,১৪,০০০/-	১০০৯,৭৩,১৫,০০০/-	১২৯৩,১১,২৯,০০০/-
৭.	জানুয়ারী, ২০১৩	৬৬,৫০,০৫,০০০/-	১৪৫,৪৪,৩১,০০০/-	২১১,৯৪,৩৬,০০০/-
৮.	ফেব্রুয়ারী, ২০১৩	৫৬,০৪,৪২,০০০/-	১৮০,৯৬,০৭,০০০/-	২৩৭,০০,৪৯,০০০/-
৯.	মার্চ, ২০১৩	৪৩,২১,৩৩,০০০/-	১৭০,১০,২৮,০০০/-	২১৩,৩১,৬১,০০০/-
প্রথম নয় মাসের আদায়		৪৪৯,১৩,৯৪,০০০/-	১৫০৬,২৩,৮১,০০০/-	১৯৫৫,৩৭,৭৫,০০০/-
১০.	এপ্রিল, ২০১৩	৫৬,৪৬,৯৮,০০০/-	১৯৭,৮২,১৮,০০০/-	২৫৪,২৯,১৬,০০০/-
১১.	মে, ২০১৩	৫২,৬৪,০১,০০০/-	১৯০,৮৩,২৭,০০০/-	২৪৩,৪৭,২৮,০০০/-
১২.	জুন, ২০১৩	৬০,৬৪,১৭,০০০/-	১৬০,৩১,০২,০০০/-	২২০,৯৫,১৯,০০০/-
১২ মাসের মোট আদায়	বাৎসরিক	৬১৮,৮৯,১০,০০০/-	২০৫৫,২০,২৮,০০০/-	২৬৭৪,০৯,৩৮,০০০/-

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp.
WWW.PRINT-DRIVER.COM

***

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল পরিচিতি

স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের একটি বেঞ্চের মাধ্যমে ট্রাইবুনালের যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৯৮১ সনে ও ১৯৮৩ সনে একটি করে বেঞ্চসহ মোট ৩টি বেঞ্চের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া রংপুরে আরো একটি বেঞ্চ সৃষ্টির কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে ও দ্রুত রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বর্তমানে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে যার মধ্যে ৫টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে ও ১টি খুলনায় অবস্হিত।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রভিশন ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি কোয়াসি জুডিশিয়াল কোর্ট। একই সাথে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণেও এ ট্রাইব্যুনাল কাজ করে। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের আদলে উহা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপীলাত যুগ্ম/অতিঃ কর কমিশনার এবং কর কমিশনার(আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ করদাতা অথবা ডিসিটি ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারেন।

কার্যপ্রণালী ঃ

ট্রাইবুনালের প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী অনুযায়ী প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত, যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট(বিভাগীয় প্রধান) হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্যকে সরকার নিয়োগ প্রদান করেন। ট্রাইবুনালের সদস্য হিসাবে সাধারণতঃ কর কমিশনারগণকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, অবসর প্রাপ্ত কর কমিশনার, অবসর প্রাপ্ত/বর্তমান জেলা জজ, চার্টার একাউনটেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্ট, ইনকামটেক্স প্র্যাকটিশনার/এভভোকেটকেও সরকার ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে বৎসরে গড়ে ৪৫০০ মামলা নিস্পত্তি করা হয়। ফ্যাকচুয়াল পয়েন্টে ট্রাইবুনালের আদেশই চূড়ান্ত। তবে ল’ পয়েন্টে ট্রাইবুনালের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রেফারেন্স দায়ের করা যায়।

<u>টিওএন্ডইভূক্ত জনবলের সংখ্যা ঃ-</u>

সর্বশেষ ১৯৯২ সনে ট্রাইবুনাল পূণর্গঠনের মাধ্যমে ৬টি বেঞ্চ সৃষ্টিসহ ১১১(একশত এগার)টি পদ সৃষ্টি করে ট্রাইবুনালের নতুন যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক প্রয়োজনে আরও ১টি বেঞ্চ ও ২৫ জন জনবলসহ সর্বমোট ২৩৬ জন রয়েছে ।

<u>বাজেটঃ</u> ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ৪.৯৯ কোটি টাকা।

<u>মামলার সংখ্যাঃ</u> ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কর আপীলাত ট্রাইবুনালে ৪২৩৬টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

জানুয়ারি/২০১৫ মাসের শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ ১৪৭৫টি। উলেখ্য যে, ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির জন্য ৬ মাস সময়সীমার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৮। কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা

১৯৯৫ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সত্ত্বা। অর্জিত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল সদস্য এবং জুডিশিয়াল সদস্যের সমন্বয়ে আপীলাত ট্রাইবুনাল গঠিত। প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চ একজন টেকনিক্যাল সদস্য এবং একজন জুডিশিয়াল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করেন।

সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক ট্রাইব্যুনালের দ্বৈত বেঞ্চ ০৪টি। তন্মধ্যে ০৩টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে এবং বিচারিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। আপীলাত ট্রাইবুনাল ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য।

Created by demo version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM

যে কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ; কমিশনার, কমিশনার (আপীল) বা তার সমমর্যাদার কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা কাস্টমস, কর্মকর্তার কাস্টমস্ আইন বা মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করতে পারবেন। কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান বা আদেশ জারীর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করতে হয়। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

ট্রাইবুনালের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব

- কাস্টমস্ ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রহণ করা ও মামলা নিষ্পত্তি করা।
- আপীল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানী গ্রহণ করা।
- যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, তা বহাল রাখা ; পরিবর্তন করা বা বাতিল করে বিবেচনায় সঙ্গত যে কোন আদেশ প্রদান করা।
- মামলার বিচার কার্য পরিচালানার ক্ষেত্রে উদঘাটন এবং পরিদর্শন ;
- দ্বৈত বেঞ্চসমূহের বৈঠকের স্হান নির্দিষ্ট করার ক্ষমতাসহ ট্রাইব্যুনাল এবং বেঞ্চসমূহের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা।
- আপীল দায়েরের সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও বিশেষ বিবেচনায় সন্তুষ্টি সাপেক্ষে কোন আপীল গ্রহণ করা বা প্রতি আপত্তিস্মারক দাখিল করার অনুমতি প্রদান করা।
- বাজেট ঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট বাজেট ২.১৪ কোটি টাকা।
- মামলার সংখ্যা ঃ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনালে ১৩৮১ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

Created by demo-version of Universal Document Converter. Full version doesn't add this stamp. WWW.PRINT-DRIVER.COM